আজকের কাগজ
ঢাকা শনিবার ২৭ আশ্বিন ১৪০৯ ১২ অক্টোবর ২০০২

খোলা হাওয়া

ভারতে যদি থাকতে পারে, আমাদের সরকারে কেন থিংক ট্যাংক থাকবে না?

বিশ্বে 'গরিব' দেশগুলোতে 'উন্নয়নের' জন্য ঋণ সহযোগিতা দেয়ার এক নতুন কৌশল হাজির করেছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। যার কাগুজে নাম 'দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র' বা পিআরএসপি। আগামী দিনগুলোতে আমাদের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের এটিই হবে একমাত্র ভিত্তি। বিশ্বব্যাংকের বেঁধে দেয়া ছক ও শর্তের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে সরকার একটি খসড়া কৌশলপত্র প্রকাশ করেছে, যার নাম আইপিআরএসপি। এটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে এখন চলছে আলোচনা-সমালোচনা। প্রশ্ন উঠেছে এর সীমাবদ্ধতা নিয়েও। এই অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্র প্রণেতাদের অন্যতম একজন হলেন অর্থনীতিবিদ ড. বিনায়ক সেন। কৌশলপত্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, সীমাবদ্ধতা এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন আজকের কাগজের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন— **আনোয়ার পারভেজ হালিম**

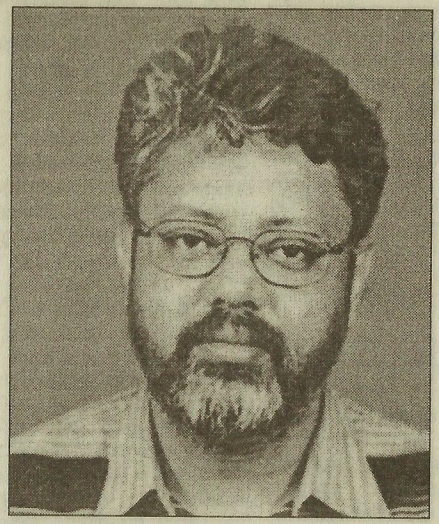

আজকের কাগজ: *বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'দরিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র (পিআরএসপি)' কে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?*

ড. বিনায়ক সেন: পিআরএসপিকে আমি দেখছি একটি প্রক্রিয়া হিসাবে। যেহেতু দাতা সংস্থাগুলো ফিল করছে যে, আগে বিশ্বব্যাপী তারা সহজ শর্তে ঋণ দিতো, এখনও সহজ শর্তেই ঋণ দেয়ার জন্য একটা আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে তারা এই কৌশলপত্র চাচ্ছে। অর্থাৎ যারা ঋণ নেবে তারা ঠিক করেছে কি-না যে, ঋণটা কোন কাজে কিভাবে ব্যবহার করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা আছে- আপনি যদি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দিয়ে ফুটো জাহাজে করে যেতে চান, তাহলে জাহাজের দুর্দশার জন্য সমুদ্রকে দায়ী করে লাভ নেই। আগে আপনাকে জাহাজের ফুটোটা বন্ধ করতে হবে। তো আমি বিষয়টাকে এভাবে দেখি, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ'র একটা চাহিদা হচ্ছে যে, আমরা যেন আমাদের অবস্থানপত্র ঠিক করি। সেই অর্থে এটাকে ঋণ প্রাপ্তির এক ধরনের পূর্ব শর্ত বলা যেতে পারে। আমি মনে করি, এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমাদের রাষ্ট্র প্রক্রিয়ায় বর্তমানে যেভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে, তার গুণগতমান আরো উন্নত করতে পারি, দরিদ্র দূরীকরণে বর্তমানে যে পদক্ষেপগুলো আমাদের রয়েছে তাকে আরেকটু সমন্বিত করতে পারি।

আজকের কাগজ: *পিআরএসপি যদি ঋণ গ্রহণের শর্তই হয়ে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা আমরা আদৌ উপকৃত হবো কি-না?*

ড. বিনায়ক সেন: উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যেহেতু আমরা বিভিন্নভাবে দাতাদের ঋণের ওপর নির্ভরশীল, তাই এটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বরং আমার কথা হচ্ছে, পিআরএসপি যে আন্তর্জাতিক তাগিদ থেকেই আসুক না কেন এবং বাংলাদেশে এটি যখন এসেই পড়েছে, তখন এটিকে কী করে আরো এ্যাফেকটিভ করা যায় আরো গরিবমুখি করা যায়, গরিব মানুষের অংশগ্রহণমূলক করা যায় সেই চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে।

আজকের কাগজ: *পিআরএসপি সম্পর্কে জনগণ এখনো সচেতন নয়। ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পিআরএসপিও প্রস্তুত করা হয়েছে- একটু সহজ কথায় বলবেন আইপিআরএসপিতে কি আছে?*

ড. বিনায়ক সেন: বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত যে কাজটি করেছে, তা হলো- একটি অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা আইপিআরএসপি তৈরি করা এবং এটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া। অন্তর্বর্তীকালীন শব্দটির মধ্যেই আছে যে, এতে পূর্ণাঙ্গ কৌশলপত্র করার মতো [illegible]

ড. বিনায়ক সেন

আজকের কাগজ: *আইপিআরএসপি কিংবা পিআরএসপি প্রণয়নের জন্য যে সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে- এই সময় কি পর্যাপ্ত?*

ড. বিনায়ক সেন: অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্রের জন্য যে সময়টা দেওয়া হয়েছে সেটা পর্যাপ্ত সময়। ২০০০ সালের নভেম্বরে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজ শুরু হয়। ১ বছর কাজ শেষে ২০০২ সালের এপ্রিলে আমরা খসড়াপত্রটি সকলের কাছে বিতরণ করি।

আজকের কাগজ: *কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণ কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, কিংবা জনগণের পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ ছিল কি?*

ড. বিনায়ক সেন: দাতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্র প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণ আবশ্যিক নয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি'র জন্য এটা [illegible]

ইস্যুতে তারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলোচনা করতে পারতো। কিন্তু পিআরএসপি নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়নি। হলে এটির গ্রহণযোগ্য বাড়তো।

আজকের কাগজ: *এতো বললেন সরকারের ভেতরের কথা। কিন্তু যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এটা করা হচ্ছে, তারা কতটা জানে কিংবা তাদের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে কি?*

ড. বিনায়ক সেন: আমরা ১১টি সেশনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিনিময় করেছি- তবে এটা যথেষ্ট মনে করি না। ব্যাপক জনগণের সঙ্গে আরও বেশি ডিসকাশনের প্রয়োজন ছিল। তবে আমরা সুপারিশ রেখেছি যে, সরকারের পলিসি জনগণের মাঝে কী এ্যাফেক্ট করছে, সেটা জানার জন্য সরকার যেন পাবলিক ওপিনিয়ন গ্যাদারিং করে।

আজকের কাগজ: *কিন্তু আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্রটিই এ্যাকসেপ্ট করে ফেলে সেক্ষেত্রে বর্তমানে যে ইস্যুগুলো এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেগুলো কি পূর্ণাঙ্গ কৌশলপত্রে সংযোজন করা যাবে? যদি তা সম্ভব না হয়, তবে এখনই কেন ঠিকঠাক করা হচ্ছে না?*

ড. বিনায়ক সেন: আপনি এটা খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। আমার কাছে একটা বিষয় খুব স্ট্রেঞ্জ মনে হয়। অন্তর্বর্তী কৌশলপত্রের আমরা নাম দিয়েছি- 'এ ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর ইকনোমিক গ্রোথ পোভারটি রিডাকশন এ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট'। এতে সকল দাতাগোষ্ঠীই আছে। তারা সকলেই বিবেচনায় নিচ্ছেন। এতে জাপান, নোরাডসহ বিভিন্ন বাইলেটারাল ডোনাররা আছেন- তারা সকলে এইড প্রোগ্রাম ঠিক করবেন। তাহলে কেন এই দলিলটি কেবল বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এ যাবে সেটা কিন্তু প্রশ্নই থেকে যায়। কৌশলপত্রটি যদি সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে তাহলে তো সকল দাতারই বিবেচনা করা উচিত, কখন ডকুমেন্টটা ক্লিয়ার করব। এ প্রশ্নটি আমি অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

এবার আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, ড্রাফটটি যখন ফাইনালি দাতাদের কাছে যাবে, তখন তারা এর ওপর আমাদেরকে ফর্মালি কিছু কমেন্টস দেবে। সেগুলো আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। আর অন্তর্বর্তী [illegible] বিষয়টি তাদের আলোচনা করা উচিত।

আজকের কাগজ: *আপনি বলছেন, দেশে যত সম্পদ আসছে সরকার এবং এনজিওগুলো ফিফটি ফিফটি ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে- আমার প্রশ্ন, এরপরও গরিব মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হচ্ছে না কেন?*

ড. বিনায়ক সেন: আমি কিন্তু এর সঙ্গে পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে একমত। সরকারি পর্যায়ে এবং বেসরকারি পর্যায়ে এতো এনজিও কাজ করছে, তা সত্ত্বেও আমরা দারিদ্র্যকে এলিমিনেট করতে পারিনি। এই অবজারভেশনটা সত্য। তারপরও বলবো, স্বাধীনতার পরের ত্রিশ বছরে নব্বই দশকটি হচ্ছে আমাদের জন্য স্বর্ণযুগ। এর ত্রুটি দুর্বলতা যতই থাকুক না কেন নব্বই দশকে আমাদের দশ শতাংশ দরিদ্রতা কমেছে। শিশু মৃত্যুর হারে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে।

সরকার এবং এনজিওগুলো যে সম্পদ ব্যবহার করছে এটার সমন্বয় থাকা দরকার। আমি মনে করি এনজিও খাতের জন্য একটা আলাদা কৌশলপত্র বা পিআরএসপি থাকা দরকার। কারণ এনজিওদের মধ্যে বর্তমানে ব্যাপক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

আজকের কাগজ: *বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, তানজানিয়া, হন্ডুরাস, জাম্বিয়া, ক্যামেরুন, মোজাম্বিক, ঘানা প্রভৃতি দেশে পিআরএসপি'র অভিজ্ঞতা খুব ইতিবাচক নয়- এরপরও কি আপনি মনে করেন যে, এটা আমাদের জন্য সত্যিই আশীর্বাদ বয়ে আনবে?*

ড. বিনায়ক সেন: আমি আশাবাদী। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের আরো কতগুলো কাজ অসম্পাদিত রয়েছে। একটি হচ্ছে- আইপিআরএসপির কৌশলপত্রটি সংসদে আলোচনা করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে- একটি ফোকাল পয়েন্ট তৈরি করা, যেটি একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি তৈরি করবে। সমস্যা হচ্ছে আমাদের সরকারের ভেতরে থিংক ট্যাংকের অভাব রয়েছে। ভারতে যদি থাকতে পারে, তবে আমাদের সরকারের কেন থিংক ট্যাংক থাকবে না। কোনও সমস্যা হলেই সরকার বিআইডিএস, সিপিডি কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেটা হলে চলবে না। কারণ একটি শক্তিশালী ফোকাল পয়েন্ট গঠন করতে না পারলে আইপিআরএসপি থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি দুর্বল হয়ে পড়বে। তারপর এখনো আমাদের সরকারি কিংবা এনজিও নীতিমালায় কখনো কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না। সুতরাং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে এগুলো আমি মনে করি পূর্ণাঙ্গ কৌশলপত্রটি এ্যাফেক্টিভ হবে।

আজকের কাগজ: *একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে বলবেন, আমাদের অর্থনীতির জন্য এই মুহূর্তে সবচে' বড় সমস্যা কোনটি?*

ড. বিনায়ক সেন: খুবই জটিল প্রশ্ন। আমার কাছে পয়লা

আমার নিজের আশা ছিল, যেহেতু এই সরকার টু-থার্ড মেজরিটির সরকার, তো তারা আরো সক্রিয়ভাবে বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে, সিভিল সোসাইটি এবং এনজিও সেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে, নব্বই দশকের অসমাপ্ত কাজগুলো আরো জোরেসোরে শুরু করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে কিন্তু তা পরিপূর্ণতা পায়নি। অর্থাৎ সরকার পদক্ষেপ নিলেও ফসলটা ঘরে তুলতে পারেনি। একটা মিক্সড পর্যায়ে রয়ে গেছে।

সমস্যা হচ্ছে আমাদের সরকারের ভেতরে থিংক ট্যাংকের অভাব রয়েছে। ভারতে যদি থাকতে পারে, তবে আমাদের সরকারের কেন থিংক ট্যাংক থাকবে না। কোনও সমস্যা হলেই

ড. বিনায়ক সেন

ভারতে যদি থাকতে পারে, আমাদের সরকারে কেন থিংক ট্যাংক থাকবে না?

আমাদের অবস্থানপত্র ঠিক করি। সেই অর্থে এটাকে ঋণ প্রাপ্তির এক ধরনের পূর্ব শর্ত বলা যেতে পারে। আমি মনে করি, এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমাদের রাষ্ট্র প্রক্রিয়ায় বর্তমানে যেভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে, তার গুণগতমান আরো উন্নত করতে পারি, দরিদ্র দূরীকরণে বর্তমানে যে পদক্ষেপগুলো আমাদের রয়েছে তাকে আরেকটু সমন্বিত করতে পারি।

আজকের কাগজ: *পিআরএসপি যদি ঋণ গ্রহণের শর্তই হয়ে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা আমরা আদৌ উপকৃত হবো কি-না?*

ড. বিনায়ক সেন: উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যেহেতু আমরা বিভিন্নভাবে দাতাদের ঋণের ওপর নির্ভরশীল, তাই এটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বরং আমার কথা হচ্ছে, পিআরএসপি যে আন্তর্জাতিক তাগিদ থেকেই আসুক না কেন এবং বাংলাদেশে এটি যখন এসেই পড়েছে, তখন এটিকে কী করে আরো এ্যাফেকটিভ করা যায় আরো গরিবমুখি করা যায়, গরিব মানুষের অংশগ্রহণমূলক করা যায় সেই চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে।

আজকের কাগজ: *পিআরএসপি সম্পর্কে জনগণ এখনো সচেতন নয়। ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পিআরএসপিও প্রস্তুত করা হয়েছে- একটু সহজ কথায় বলবেন আইপিআরএসপিতে কি আছে?*

ড. বিনায়ক সেন: বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত যে কাজটি করেছে, তা হলো- একটি অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা আইপিআরএসপি তৈরি করা এবং এটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া। অন্তর্বর্তীকালীন শব্দটির মধ্যেই আছে যে, এতে পূর্ণাঙ্গ কৌশলপত্র করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক এবং কারিগরি উপাদানগুলো এ মুহূর্তে অনুপস্থিত। যেহেতু অনুপস্থিত তাই অন্তর্বর্তীকালীন একটা স্তর পার করে আমরা পূর্ণাঙ্গ কৌশলপত্রের দিকে যেতে পারি।

অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্রের মৌলিক দিক হচ্ছে, আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের বাজেটের সম্পর্ক ছিল খুবই ক্ষীণ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতো পরিকল্পনা কমিশন আর বাজেট করতো অর্থ মন্ত্রণালয়। দুটোই আলাদা প্রক্রিয়ায় করা হতো। এই দু' প্রক্রিয়াকে আরও সংঘবদ্ধ করার দরকার ছিল। এ জন্য অনেক কমিশন হয়েছে। এ জন্য অনেক সুপারিশও ছিল। আমি মনে করি, এই পিআরএসপির সুযোগে বাজেট প্রণয়নে অন্তত পরিকল্পনা ও অর্থমন্ত্রণালয়কে আরও বেশি ইন্টিগ্রেট করার সুযোগ রয়েছে।

পিআরএসপি'র মাধ্যমে আরেকটি বিষয় ঘটতে যাচ্ছে- তা হলো বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যতো কৌশল ও নীতিমালা এতদিন হয়েছে. সেগুলো হয়েছে বিচ্ছিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিতে। অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপাদানগুলো সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় ছিল না। এমনকি আমাদের দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক কোনও মন্ত্রণালয়ও নেই। এ বিষয়ক অর্গানাইজড কোনও দপ্তরও নেই। তো আইপিআরএসপি'র গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো- পোভারটি মনিটরিং এর জন্য একটা ফোকাল পয়েন্ট তৈরি করা।

আজকের কাগজ: *'ফোকাল পয়েন্ট' কারা তৈরি করবে, এর কাজটা কী হবে?*

ড. বিনায়ক সেন: পরিকল্পনা কমিশনে এটি হতে যাচ্ছে- এটার কাজ হচ্ছে যতো মন্ত্রণালয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের যতো প্রকল্প রয়েছে, এমনকি এনজিওরাও দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সব কাজ করছে এগুলো সব মাথায় রেখে একটা সমন্বিত দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিকল্পনা তৈরি করবে। তো এই দু'টি কাজের কথা বললাম, একটা হলো- প্ল্যানের সঙ্গে বাজেটের সমন্বয় করা এবং অপরটা হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক সরকারের একটি শক্তিশালী দপ্তর থাকতে হবে। এই দুটো কাজ যদি করা যায়, তাহলেও আমি মনে করি দারিদ্র্য দূরীকরণ অনেকটা সফল করা যাবে। একদিনে হয়তো হবে না। তবে সরকার, এনজিও সকলে মিলে কাজ করলে টার্গেটে পৌঁছা অসম্ভব নয়।

আজকের কাগজ: *আইপিআরএসপি কিংবা পিআরএসপি প্রণয়নের জন্য যে সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে- এই সময় কি পর্যাপ্ত?*

ড. বিনায়ক সেন: অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্রের জন্য যে সময়টা দেওয়া হয়েছে সেটা পর্যাপ্ত সময়। ২০০০ সালের নভেম্বরে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজ শুরু হয়। ১ বছর কাজ শেষে ২০০২ সালের এপ্রিলে আমরা খসড়াপত্রটি সকলের কাছে বিতরণ করি।

আজকের কাগজ: *কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণ কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, কিংবা জনগণের পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ ছিল কি?*

ড. বিনায়ক সেন: দাতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্র প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণ আবশ্যিক নয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি'র জন্য এটা অত্যন্ত আবশ্যিক। আমরা কিন্তু সীমিতভাবে হলেও আইপিআরএসপি লেভেলেও জনগণের অংশ গ্রহণের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়েছি। গত জানুয়ারিতে আমরা ৬টি ডিভিশনে ২২টি আলোচনা সভা করি। তার মধ্যে ১১টি সভা ছিল সরাসরি গরিব লোকদের সঙ্গে। এদের মধ্যে যারা মাইক্রো ক্রেডিট করে তারা ছিলেন অর্ধেক। বাকি অর্ধেক ছিলেন মাইক্রো ক্রেডিটের বাইরের লোকজন।

আজকের কাগজ: *বিভিন্ন ফোরাম থেকে অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্রের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কথা বলা হচ্ছে। আপনারা কি এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং পরবর্তীকালে ত্রুটি, বিচ্যুতি এবং ঘাটতিগুলো কি শুধরে নেওয়ার সুযোগ থাকবে?*

ড. বিনায়ক সেন: অন্তর্বর্তীকালীন পিআরএসপি'র সীমাবদ্ধতা আছে এবং থাকাটা স্বাভাবিক। তবে সীমাবদ্ধতাগুলো পরে পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের সময় সংযোজন করা যাবে। আইপিআরএসপিতে যে সীমাবদ্ধতা আছে এটা আমি অস্বীকার করবো না। যেমন একটি সীমাবদ্ধতার কথা আপনাকে বলি- সেটা হলো, আইপিআরএসপিতে যে সকল পলিসি বা পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে- এগুলোর ওপর একটি বিশদ ডায়ালগ বা আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ যাই বলি না কেন, তা আমরা পাইনি বা হয়নি। এটা আমি অবশ্যই সীমাবদ্ধতা বলবো। আর টুকটাক যা আলোচনা হয়েছে তা আইপিআরএসপির ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে, ত্রুটি বিচ্যুতি এবং প্রসেস নিয়ে হয়েছে। এই আলোচনা কিছুটা হলেও সফল। কারণ মন্ত্রণালয়গুলোর ভেতরে অনেকেই ২/১ বছর আগেও পিআরএসপি বা আইপিআরএসপির নামটাও জানতো না। এখন প্রায় ৫৫টি মন্ত্রণালয় থেকে আমরা এ ব্যাপারে লিখিত মতামত পেয়েছি। তাদের সঙ্গে গ্রুপ ধরে ধরে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলেছি। তো কিছুটা হলেও সরকারের ভেতরে পিআরএসপির ওনারশিপের বিষয়টি ৬ মাস আগের তুলনায় এখন অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে।

আরেকটা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে- বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা হতে পারতো, কিন্তু সেটা হয়নি। না হওয়ার পেছনে অবশ্য বর্তমানে যে রাজনৈতিক ধারা চলছে, সেটা অনেকটা দায়ী। সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে যতোই দ্বন্দ্ব ও দ্বিমত থাকুক না কেন, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্রের আমরা নাম দিয়েছি- 'এ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ইকনোমিক গ্রোথ পোভারটি রিডাকশন এ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট'। এতে সকল দাতাগোষ্ঠীই আছে। তারা সকলেই বিবেচনায় নিচ্ছেন। এতে জাপান, নোরাডসহ বিভিন্ন বাইলেটারাল ডোনাররা আছেন- তারা সকলে এইড প্রোগ্রাম ঠিক করবেন। তাহলে কেন এই দলিলটি কেবল বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এ যাবে সেটা কিন্তু প্রশ্নই থেকে যায়। কৌশলপত্রটি যদি সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে তাহলে তো সকল দাতারই বিবেচনা করা উচিত, কখন ডকুমেন্টটা ক্লিয়ার করব। এ প্রশ্নটি আমি অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এবার আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, ড্রাফটটি যখন ফাইনালি দাতাদের কাছে যাবে, তখন তারা এর ওপর আমাদেরকে ফর্মালি কিছু কমেন্টস দেবে। সেগুলো আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। আর অন্তর্বর্তী কৌশলপত্রটি তারা এ্যাকসেপ্ট করলেও পরবর্তীকালে রোলিং প্ল্যান অনুযায়ী সেখানে কিছু রদবদলের সুযোগ থাকবে।

আজকের কাগজ: *সরকারি উদ্যোগে না হলেও কিছু এনজিওর উদ্যোগে পিআরএসপি নিয়ে কিছু আলোচনা হচ্ছে। তবে এসবের পেছনেও টাকা ঢালছে দাতারা। এক্ষেত্রে এ্যাকশন এইডের তৎপরতা বেশ লক্ষণীয়। আপনি কি মনে করেন এটাও একধরনের আইওয়াশ?*

ড. বিনায়ক সেন: আমার চিন্তাটা অন্যরকম। আমি নিজে যদি ভাল হই এবং এটাকে যদি সৎকাজে ব্যবহার করি, দরিদ্র জনগণের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে পারি- তাহলে অর্থের উৎস সরকারি-বেসরকারি যা হোক না কেন ক্ষতি কী। আলোচনা চক্রের জন্যও তো অর্থের প্রয়োজন আছে। এ্যাকশন এইড বা অন্য ডোনাররা হয়তো একাজে টাকা দিচ্ছে। সুপ্র পিআরএসপি নিয়ে যে কাজটা করেছে, আমি মনে করি ওনারা কনটেন্ট ধরে ধরে আরও বেশি সাবসটেন্টিভ আলোচনা করলে বেশি এ্যাফেক্টিভ হবে। শুধু এ্যাডভোকেসি রোল প্লে করলেই চলবে না।

আজকের কাগজ: *আপনি বলছেন, দেশে যতো অর্থ (এইড) আসে তার অর্ধেক ব্যয় করছে এনজিওগুলো- প্রশ্ন হলো, এক্ষেত্রে এনজিওগুলোর জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?*

ড. বিনায়ক সেন: এটি আমি নতুন বলছি না। গত ৮/৯ বছর ধরে বহুজন একথা বলেছেন যে, এনজিওগুলো দারিদ্র্য দূরীকরণে যে টাকাটা ব্যয় করে থাকে- এর একটা দায়বদ্ধতা বা এ্যাকাউন্টবিলিটি থাকা দরকার। গত বছর রেহমান সোবহান, প্রফেসর ইউনুস এবং আমি সিটিজেন টাস্ক ফোর্স রিপোর্টেও বলেছি, প্রতিটি বড় এনজিওকে কর্পোরেট সেক্টরের মতো করে লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক চেঞ্জ করতে হবে। যেমন দেখুন, আজকে ব্র্যাক, প্রশিকা বা আশা'র যারা সদস্য আছে তারা কিন্তু ওই সব এনজিওর লিগ্যাল অংশীদার না। আমরা ওই রিপোর্টে এবং আইপিআরএসপিতেও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বলেছি। আমরা কৌশলপত্রে বলেছি এনজিওগুলোরও অনেক গণতন্ত্রায়নের সুযোগ রয়েছে। আমি অবাক হচ্ছি এ্যাকশন এইড কিংবা সুপ্র'র যারা প্রচারাভিযান করছেন, তারা কিন্তু এই বিষয়টি আলোচনায় আনছেন না। আমি মনে করি এ আমাদের সরকারের কেন থিংক ট্যাংক থাকবে না। কোনও সমস্যা হলেই সরকার বিআইডিএস, সিপিডি কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেটা হলে চলবে না। কারণ একটি শক্তিশালী ফোকাল পয়েন্ট গঠন করতে না পারলে আইপিআরএসপি থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি দুর্বল হয়ে পড়বে। তারপর এখনো আমাদের সরকারি কিংবা এনজিও নীতিমালায় কখনো কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না। সুতরাং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে এগুলো আমি মনে করি পূর্ণাঙ্গ কৌশলপত্রটি এ্যাফেক্টিভ হবে।

আজকের কাগজ: *একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে বলবেন, আমাদের অর্থনীতির জন্য এই মুহূর্তে সবচে' বড় সমস্যা কোনটি?*

ড. বিনায়ক সেন: খুবই জটিল প্রশ্ন। আমার কাছে পয়লা নম্বর সমস্যা মনে হচ্ছে সুশাসনের অভাব। শুধু আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সুশাসনই নয়, সুশাসন যেমন সরকারি খাতে দরকার; এনজিও খাতেও দরকার, তেমনি ব্যক্তিখাতেও দরকার।

আজকের কাগজ: *সাধারণ মানুষ ঋণ শোধে ব্যর্থ হলে তার ঘরবাড়ি, সম্পদ দ্রুত ক্রোকের ব্যবস্থা করা হয়, অথচ ধনিকগোষ্ঠী শ' শ' কোটি টাকা ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করলেও সরকার কি তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়? তাহলে ব্যক্তিখাতের সুশাসন কিভাবে আশা করা যাবে?*

ড. বিনায়ক সেন: সরকারের ব্যর্থতা রয়েছে এক্ষেত্রে। আমি মনে করি, আমরা যদি লাগাতারভাবে খেলাপী কালচারের বিরুদ্ধে লেগে থাকতে পারতাম, তাহলে কিন্তু বড় লুটেরা এবং ধনিকগোষ্ঠী এত সহজে পার পেয়ে যেতেন না। যদিও খেলাপীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কাজটি সরকারের।

আজকের কাগজ: *সরকারের গত এক বছরের কর্মকাণ্ডকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?*

ড. বিনায়ক সেন: দাড়িপাল্লা দিয়ে বলতে পারবো না। তবে আমি মনে করি, চূড়ান্ত বলার সময় এখনো আসেনি। কতগুলো ক্ষেত্রে ভালো কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যেগুলো আগামীতে ভালো রেজাল্ট দিতে পারে। আমি আপনাকে সাধারণভাবে বলি, আমরা মোটামুটি দুই বাংলাদেশের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। একটি বাংলাদেশ নিচে নেমে যাচ্ছে। আরেকটি বাংলাদেশ ওপরে উঠে যাচ্ছে। সরকারি কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সেটি প্রতিফলিত।

আমার নিজের আশা ছিল, যেহেতু এই সরকার টু-থার্ড মেজরিটির সরকার, তো তারা আরো সক্রিয়ভাবে বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে, সিভিল সোসাইটি এবং এনজিও সেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে, নব্বই দশকের অসমাপ্ত কাজগুলো আরো জোরেসোরে শুরু করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে কিন্তু তা পরিপূর্ণতা পায়নি। অর্থাৎ সরকার পদক্ষেপ নিলেও ফসলটা ঘরে তুলতে পারেনি। একটা মিক্সড পর্যায়ে রয়ে গেছে।

আজকের কাগজ: *সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য আজকের কাগজের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।*

ড. বিনায়ক সেন: ধন্যবাদ আজকের কাগজকেও।

সমস্যা হচ্ছে আমাদের সরকারের ভেতরে থিংক ট্যাংকের অভাব রয়েছে। ভারতে যদি থাকতে পারে, তবে আমাদের সরকারের কেন থিংক ট্যাংক থাকবে না। কোনও সমস্যা হলেই সরকার বিআইডিএস, সিপিডি কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেটা হলে চলবে না। কারণ একটি শক্তিশালী ফোকাল পয়েন্ট গঠন করতে না পারলে আইপিআরএসপি থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি দুর্বল হয়ে পড়বে। তারপর এখনো আমাদের সরকারি কিংবা এনজিও নীতিমালায় কখনো কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না। সুতরাং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে এগুলো আমি মনে করি পূর্ণাঙ্গ কৌশলপত্রটি এ্যাফেক্টিভ হবে।